AME(ICT DTCA)
09/07/2019

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এমআরটি অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৯-২০২০) পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদন, দপ্তর/সংস্থাসমূহ প্রণীত খসড়া NIS কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৯-২০২০) পর্যালোচনা ও ফিডব্যাক প্রদান এবং চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি/স্ব-মূল্যায়ন পর্যালোচনার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোঃ আব্দুল মালেক
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৯-২০২০) পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদন, দপ্তর/সংস্থাসমূহ প্রণীত খসড়া NIS কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৯-২০২০) পর্যালোচনা ও ফিডব্যাক প্রদান এবং চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি/স্ব-মূল্যায়ন পর্যালোচনার নিমিত্ত নৈতিকতা কমিটির এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের NIS সহযোগী কর্মকর্তা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের চতুর্থ তথা শেষ প্রান্তিকের NIS বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন সভায় পর্যায়ক্রমে Power Point এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ বিভাগের চতুর্থ প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ই-টেন্ডার/ই-জিপি এর মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পন্ন কার্যক্রম ব্যতিত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন প্রায় শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

০২। সভায় এ বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের খসড়া NIS কর্ম-পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার সকল কার্যক্রম স্ব-মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা বিবেচনার জন্য নৈতিকতা কমিটির সভায় NIS সহযোগী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন। স্ব-মূল্যায়নে এ বিভাগের প্রাপ্ত নম্বর ৯৮। একটি কার্যক্রম ব্যতিত সকল কার্যক্রমে লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। "ই-টেন্ডার/ই-জিপি-এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন" এর লক্ষ্যমাত্রা ১৫% নির্ধারিত ছিল, যার জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ২ ছিল। এ বিভাগের বড় ধরণের কোন ক্রয় কাজ না থাকায় ই-টেন্ডার কার্যক্রমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এ বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক স্ব-মূল্যায়ন করে এ বিভাগে নির্ধারিত ১৫/০৭/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

০৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রেরিত জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার ছক ও প্রণয়ন নির্দেশিকা ২০১৯-২০২০ অনুসরণে খসড়া কর্ম-পরিকল্পনা গত ১৭/০৬/২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ২৪/০৬/২০১৯ তারিখে ফিডব্যাক প্রদান করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ফিডব্যাক অনুসরণে এ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২.৩ ক্রমিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং ২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন এর লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে, ৯.৪ ক্রমিকে 'ত্রি-পক্ষীয় অডিট কমিটির সভা' এর পরিবর্তে 'সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ কার্যকর করা' বিবেচনা এবং ৯.৫ ক্রমিকে 'বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা' এর পরিবর্তে 'ETC চালু' করার বিষয়ে বিবেচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের খসড়া NIS কর্ম-পরিকল্পনার পর্যালোচনাপূর্বক ফিডব্যাক প্রদান করা হয়।

০৪। সভায় এ বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির স্ব-মূল্যায়ন এবং এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের খসড়া NIS কর্ম-পরিকল্পনা ও বিস্তারিত পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয় :

সিদ্ধান্ত : (১)

| ক্রম | সংস্থার নাম | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত কার্যক্রমের ক্রম ও নাম এবং গৃহীতব্য সিদ্ধান্ত |
|---|---|---|
| ১ | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ | ২.৩ ক্রমিকের 'কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন' মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনানুসারে লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করে ৬০ জনের পরিবর্তে ২১০ জন করা হয়।<br>২.৪ 'কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন' মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনানুসারে লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করে ৬০ জনের পরিবর্তে ১৯০ জন করা হয়।<br>৯.৪ ক্রমিকে 'ত্রি-পক্ষীয় অডিট কমিটির সভা' এর পরিবর্তে 'সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ কার্যকর করা' অন্তর্ভূক্ত হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৬/২০২০ নির্ধারণ করা হয়।<br>৯.৫ 'বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা' এর পরিবর্তে ৫টি 'ETC চালুকরণ অন্তর্ভূক্ত হবে।<br>১২.৩ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ পরিবর্তন করে প্রান্তিক শেষ হওয়ার |

| | | |
|---|---|---|
| ২ | ডিটিসিএ | ২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ প্রান্তিকেই করা হয়েছে, যা বাস্তবসম্মতভাবে পরিবর্তন করতে হবে;<br>২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এর জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত বিষয়সমূহসহ প্রশিক্ষণের সু-নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা ২য়, ৩য় ও ৪র্থ প্রান্তিকে করা হয়েছে, কিন্তু ৪র্থ প্রান্তিকে মাত্র ৫জন প্রশিক্ষণার্থী, যা পরিবর্তন করতে হবে;<br>২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন এর ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত বিষয়সমূহসহ প্রযোজ্য প্রশিক্ষণের সু-নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করতে হবে;<br>৩.১ ডিটিসিএ আইনের অনুসরণে খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন ২নং কলামে কর্মসম্পাদন সূচক-এর নাম নেই, ৩নং কলামে সূচকের মান নেই, ৪নং কলামে একক উল্লেখ নেই; যা উল্লেখ করতে হবে;<br>৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ করতে হবে;<br>৯ শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমে (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম) সংস্থা সংশ্লিষ্ট বাস্তবসম্মত ৫টি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;<br>১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৬/২০ ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রথম প্রান্তিকে এনে সংশোধন করতে হবে;<br>১২.৩ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান কোন লক্ষ্যমাত্রা না থাকলে তার কারণ মন্তব্য ঘরে যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখ করতে হবে; |
| ৩ | বিআরটিসি | ২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এর জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত বিষয়সমূহসহ প্রশিক্ষণের সু-নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করতে হবে;<br>২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন এর জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত বিষয়সমূহসহ প্রযোজ্য প্রশিক্ষণের সু-নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করতে হবে;<br>৩.১ এর প্রস্তাবিত কার্যক্রম অন্তর্ভূক্তযোগ্য নয়;<br>৩.২ এর কার্যক্রমের নাম পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে।<br>৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ করতে হবে;<br>৮.২ শাখা/অধিশাখা এবং অধীনস্থ অফিস পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে<br>৯ শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমে (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম) সংস্থা সংশ্লিষ্ট বাস্তবসম্মত ৫টি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;<br>১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৬/২০ ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রথম প্রান্তিকে এনে সংশোধন করতে হবে; |
| ৪ | সওজ | ২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন এর ৬ কলামে একটিমাত্র লক্ষ্যমাত্রা থাকতে হবে; বিভাজন হবে শুধুমাত্র ৪টি কোয়ার্টারে; এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।<br>২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন এর ৬ কলামে একটিমাত্র লক্ষ্যমাত্রা থাকতে হবে; বিভাজন হবে শুধুমাত্র ৪টি কোয়ার্টারে;<br>৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ করতে হবে;<br>৯. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমে (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম) সংস্থা সংশ্লিষ্ট বাস্তবসম্মত ৫টি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;<br>৯.১ দ্বিপক্ষীয় অডিট কমিটির সভা-এর পরিবর্তে Performance Audit করতে হবে<br>১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১৮/০৬/২০ ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রথম প্রান্তিকে এনে সংশোধন করতে হবে |
| ৫ | ডিএমটিসিএল | ২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন এর জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত বিষয়সমূহসহ প্রশিক্ষণের সু-নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করতে হবে;<br>২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন এর জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত বিষয়সমূহসহ প্রযোজ্য প্রশিক্ষণের সু-নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করতে হবে;<br>৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ করতে হবে;<br>৯ শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমে (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম) সংস্থা সংশ্লিষ্ট বাস্তবসম্মত ৫টি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;<br>১২.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ লক্ষ্যমাত্রা ৪ প্রান্তিকে উল্লেখ থাকলেও ৬ কলামে একটি মাত্র লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হয়েছে, যা সংশোধন করতে হবে; |

চলমান পাতা-৩

| | | |
|---|---|---|
| ৬ | বিআরটিএ | ২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এর প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে;<br>২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন এর প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে;<br>৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ করতে হবে;<br>৮.২ শাখা/অধিশাখা এবং অধীনস্থ অফিস পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে<br>৯ শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমে (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম) সংস্থা সংশ্লিষ্ট বাস্তবসম্মত ৫টি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; |

(২) প্রতিটি সংস্থা NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত ৯নং ক্রমিকে শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)-এর জন্য একটি কার্যক্রম হিসেবে "সংশ্লিষ্ট সংস্থার উল্লেখযোগ্য তথ্যাদিসহ একটা বুকলেট/লিফলেট (বাংলা ও ইংরেজি) প্রকাশ" অন্তর্ভূক্তির বিষয় বিবেচনা করতে পারে।

(৩) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার সকল কার্যক্রম স্ব-মূল্যায়ন পর্যালোচনাপূর্বক ৯৮ নম্বর প্রাপ্তি অনুমোদিত হয়। যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ফিডব্যাক অনুসরণে এ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ সংশোধনপূর্বক নৈতিকতা কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়। যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

(৫) অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক স্ব-মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট সকল প্রমাণকসহ এ বিভাগে নির্ধারিত ১৫/০৭/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবে।

০৫। আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
৮/৭/১৯
মোঃ আব্দুল মালেক
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
ও
শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০৬৫.০৬.০১১.১৯-১৫৮

তারিখ : ২৪ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০৮ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩। নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা
০৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
০৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা
০৬। অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৭। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬), প্রবাসী কল্যাণ ভবন, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
০৮। যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৯। উপসচিব (বাজেট/অডিট/সওজ গেজেটেড সংস্থাপন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েব সাইটের শুদ্ধাচার সেবাবক্সে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৪। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

৮/৭/২০১৯
দীপঙ্কর মন্ডল
উপসচিব